মুজিবনগরে হোমিও হলসহ দুই প্রতিষ্ঠানে ২১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চিকিৎসাসেবা পরিচালনার অভিযোগে একটি হোমিও হলসহ দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ, কীটনাশকসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযান চলাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় জুঁই এন্ড জিহাদ ভ্যারাইটিজকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া “ইএনটি কলিকাতা” নামে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে টিংচার হোমিও হলের স্বত্বাধিকারী মো. জাবেদুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিল।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এসময় সার্বিক সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের সদস্যরা।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনা রেলবাজারে ৬ প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দর্শনা রেলবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক শাহীন আলম।

অভিযানে দেখা যায়, দর্শনা রেলবাজারের বেশিরভাগ দোকান দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেনি। অনেক প্রতিষ্ঠানের ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ রয়েছে। এছাড়াও কিছু দোকানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত চৌধুরী ক্লোথ স্টোরকে ১ হাজার টাকা, সানশাইন স্টুডিওকে ২ হাজার টাকা, সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২ হাজার টাকা, মেসার্স নীলা ট্রেডার্সকে ২ হাজার টাকা, বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টকে ১ হাজার টাকা এবং সবুজ বাংলা গার্মেন্টসকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এ সময় বাজার এলাকা পরিদর্শন করে ব্যবসায়ীদের রাস্তার ওপর মালামাল না রাখার নির্দেশনা দেয় প্রশাসন। যাদের নিজস্ব দোকান নেই, তাদের রাস্তার ওপর দোকান বসানো থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়।

অভিযানকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম বলেন, বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। রাস্তা দখল করে ব্যবসা করলে ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযানের সময় দর্শনা রেলবাজারের কাঁচাবাজার এলাকায় রাস্তা দখল করে কাঁচামাল কেনাবেচা এবং গার্মেন্টস ও বেডিং ব্যবসায়ীদের মালামাল দোকানের বাইরে রাস্তার ওপর ঝুলিয়ে রাখার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রাথমিকভাবে সতর্ক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বাজারের কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ওপর মালামাল রেখে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, যার কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তারা বলেন, রাস্তা দখল করে ব্যবসা করা ঠিক নয় এবং প্রশাসনের এমন অভিযান বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল এবং দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে জ্বালানি বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জ্বালানি তেলের সংকট ও সরবরাহ অনিশ্চয়তার খবরে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন তেল পাম্পে ভিড় বেড়েছে। মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন নিয়ে চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জ্বালানি নিতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলে মাত্র ২০০ টাকার জ্বালানি নেওয়ারও সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলার নতুনহাট এলাকার মেসার্স নয়ন ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি করছিল। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল ১৫০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের

ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার প্রমাণ পান। এ সময় প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জমসেদ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে ভেড়ামারা পৌরসভার একটি স্বনামধন্য তেল পাম্প মেসার্স এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনেও অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারী তাওসিফ জানান, তিনি ৪৫০ টাকার জ্বালানি নিলেও পাম্প কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা রাখে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো সমাধান না পেয়ে তিনি বিষয়টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেন। পরে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাম্প কর্তৃপক্ষ এ সময় তাদের ভুল স্বীকার করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ সময় দফাদার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স মতিয়ার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স সাহার ফিলিং স্টেশন, মিজান ফিলিং স্টেশন এবং এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট যেসব দোকানে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল বিক্রি করা হয়, সেগুলোতেও নজরদারি চালানো হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার বলেন, “নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে জ্বালানি বিক্রির বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে আছি। সঠিক তথ্য ও প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাই।”

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জ্বালানি তেল বিক্রিতে অনিয়ম রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল

কোর্ট পরিচালনা; দুই প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দুই প্রতিষ্ঠানের ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সদর ইউনিয়নের উজিরপুর ও দেউলির মোড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা গেছে, অভিযানের সময় বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ও ভেজাল ওষুধ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টার সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনিটরিং করা হয়। অভিযানকালে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উজিরপুর

সেবা ফার্মেসির মালিক রাজিবুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এসময় জেলা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এলপিজি গ্যাস ও জ্বালানি তেল বিক্রির ক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়গুলো তদারকি করা হয়। অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দেউলির মোড়ে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলীকে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। সংশ্লিষ্টরা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা

আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন এলাকায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নিবন্ধন না থাকায় দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল ওয়াহেদ প্রতিষ্ঠানের মালিককে সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও দশনা পুরাতন বাজার এলাকায় অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অপরাধে ফাতেমা ট্রেডার্স কে একই আইনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযানটি বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার দুই প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে ভেজাল জৈব সার উৎপাদনের দায়ে দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। এ সময় উৎপাদিত

প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদি এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইদ্রিস আলীর ছেলে রকিবুল ইসলাম জৈব সার কারখানা নির্মাণ করে জৈব সার উৎপাদন করে আসছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এ দুটি কারখানায় নানা অনিয়মের মাধ্যমে সার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছিল।

উৎপাদিত নিম্নমানের এসব জৈব সার পরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর এলাকার এগ্রোসেল কারখানায় নিয়ে পুনরায় প্যাকেজিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হতো। এ অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান ও রকিবুল ইসলামকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারে রিফিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ না থাকায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে জেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে সদর উপজেলার নতুন বাজার ও বড়বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলা অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় রোগীর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে অক্সিজেন সিলিন্ডারে রিফিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৫ ধারায় জনাব শেখ আজিম উদ্দিনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স বেঙ্গল গ্যাস-কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া, পণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎপাদনকারীর যথাযথ তথ্য না থাকায় রঙিন চিপস বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৩৭ ধারায় মো. ফারুক হোসেনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স মিঠুন স্টোরকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

অপরদিকে বড়বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে হলুদ রং ব্যবহার করে ভেজাল মুগডাল বিক্রি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। তবে বাজারে বিদ্যমান মুগডালে কোনো ক্ষতিকর রঙের মিশ্রণ পাওয়া যায়নি।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং ক্ষতিকর রঙ মিশ্রিত মুগডাল ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনীর বাশবাড়িয়া ও সদরের বড়বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, সার, বেকারি এবং কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তদারকি চালানো হয়।

অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় কসমেটিকস পণ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে মেসার্স কেয়া স্টোরকে ৫ হাজার টাকা এবং ইঞ্জিন অয়েল বিক্রয়ে তথ্য গরমিল ও ভাউচার না রাখার কারণে শাহ মোটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তার অভিযানে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরের শাহাজিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে মিলন স্টোরকে ১০ হাজার, মেসার্স ইসরাইল এন্টারপ্রাইজকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাজী হোম ডেলিভারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে এ অভিযানে ৩ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স না নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা এবং পণ্যের উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যবিহীন শিশু খাদ্য (চিপস, জুস, লজেন্স) বাজারজাত ও বিক্রয় করার কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪৫ ও ৫২ ধারায় মিলন স্টোরকে ১০ হাজার টাকা, মেসার্স ইসরাইল এন্টারপ্রাইজকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাজী হোম ডেলিভারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং দ্রুততম সময়ে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

দামুড়হুদায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ফাঁস হলো মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্টিং কীট সংরক্ষণের ঘটনা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জুড়ানপুর ও চিৎলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে ঔষধ, সার, কীটনাশক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো তদারকি করা হয়। মূল্যবিহীন ঔষধ সংরক্ষণ ও বিক্রির দায়ে জুড়ানপুরস্থ মো. নওশাদ ইসলামের মেসার্স মহিদুল মেডিকেল হলকে ভোক্তা-অধিকার

সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ধারা অনুসারে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থিত মো. আবু বকর সিদ্দীকের চিৎলা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্টিং কীট সংরক্ষণ ও ব্যবহারের কারণে একই আইনের ৫১ ধারা অনুসারে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত সমস্যার সমাধান, মূল্য তালিকা হালনাগাদ, যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বা মানহীন পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।